ফরম নং এনসিএলটি ৩এ
পিটিশন বিশদ বিজ্ঞাপন
[রুল ৩৫ দেখুন]
ন্যাশনাল কোম্পানি ল' ট্রাইবুনাল, কলকাতা বেঞ্চ, কলকাতা সমীপে
কোম্পানি পিটিশন (সিএএ) নং: ৬/কেবি/২০২৪
যার সঙ্গে সম্পর্কিত
কোম্পানি আবেদন (সিএএ) নং: ১৯৩/কেবি/২০২৩

বিষয়:

১. **আরডিবি রিয়েলটি অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার লিমিটেড,** রেজিস্টার্ড অফিস বিকানির বিল্ডিং, ৮/১, লালবাজার স্ট্রিট, ২য় তল, রুম নং ১০, কলকাতা ৭০০০০১।

২. **আরডিবি রিয়েল এস্টেট কনস্ট্রাকশনস লিমিটেড,** রেজিস্টার্ড অফিস বিকানির বিল্ডিং, ৮/১, লালবাজার স্ট্রিট, ২য় তল, রুম নং ১০, কলকাতা ৭০০০০১।

... আবেদনকারী

পিটিশনের নোটিস

আরডিবি রিয়েল এস্টেট কনস্ট্রাকশনস লিমিটেড, রেজাল্টিং কোম্পানি (প্যান AAHCB9364N) ও **আরডিবি রিয়েলটি অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার লিমিটেড,** ডিমার্জড কোম্পানি (প্যান AADCR8845C)–এর সংযুক্তিকরণের জন্য উপরিলিখিত আবেদনকারীদের তরফে কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩–এর ২৩২ ধারাধীনে এন গুরুমূর্তি, চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট, পার্টনার, মারোতি অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস, চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস, ১৬, স্ট্র্যান্ড রোড, ডায়মন্ড হেরিটেজ বিল্ডিং, ৬ষ্ঠ তল, রুম নং এন ৫০৩, কলকাতা ৭০০০০১ দ্বারা একটি পিটিশন পেশ করা হয়েছে। উক্ত পিটিশনটি ন্যাশনাল কোম্পানি ল' ট্রাইবুনালের কলকাতা বেঞ্চে ০৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখের আদেশ মাফিক ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৪–এ চূড়ান্ত শুনানি ও নিস্পত্তি হবে বলে স্থির হয়েছে।

উক্ত পিটিশনে কোনও ব্যক্তি সমর্থন বা বিরোধিতা করতে চাইলে নিজের নাম ও ঠিকানার সঙ্গে তাঁর ইচ্ছা বিবৃত করে নোটিস এই পিটিশনারগণের প্রতিনিধি চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট–এর কাছে এমনভাবে পাঠাবেন যাতে সেটি এই শুনানির নির্ধারিত তারিখের কমপক্ষে দু'দিন আগে এই পিটিশনারগণের প্রতিনিধির কাছে জমা পড়ে। কোনও ব্যক্তি এই পিটিশনের বিরোধিতা করতে চাইলে নিজস্ব এফিডেভিট সহ বিরোধিতার কারণ উল্লেখ করে ওই নোটিসের সঙ্গে সংলগ্ন করে দেবেন। প্রযোজ্য অর্থাঙ্ক আদায় দিয়ে যে কোনও ব্যক্তি নিম্নস্বাক্ষরকারীর কাছ থেকে ওই পিটিশনের কপি সংগ্রহ করতে পারেন।

তারিখ: ১৬.০২.২০২৪
স্থান: কলকাতা

স্বাঃ–
এন গুরুমূর্তি,
পার্টনার,
মারোতি অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস,
চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস, ১৬, স্ট্র্যান্ড রোড, ডায়মন্ড হেরিটেজ বিল্ডিং, ৬ষ্ঠ তল, রুম নং এন ৫০৩, কলকাতা ৭০০০০১

ফর্ম নং ৩
[রেগুলেশন ১৫(১)(এ)/১৬(৩) দ্রষ্টব্য]

ডেটস রিকভারি ট্রাইবুনাল, কলকাতা (ডিআরটি–১)
১০ম তল, জীবন সুধা বিল্ডিং, ৪২সি, জওহরলাল নেহরু রোড, কলকাতা–৭০০০৭১

কেস নং ওএ/৪৬১/২০২২

দ্য ডেট রিকভারি ট্রাইবুনাল (প্রসিডিওর) রুলস, ১৯৯৩–এর রুল ৫–এর সাব–রুল (২এ) সহ পঠনীয় রিকভারি অফ ডেটস ডিউ টু ব্যাঙ্কস অ্যান্ড ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনস অ্যাক্ট, ১৯৯৩–এর ১৯ নং ধারার (৪) নং উপধারাধীনে সমন

এক্সহ নং ৩৩৮৭

স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
বনাম
মেঃ আর্টিজ্যান ইনক

প্রতি,

১) মেঃ আর্টিজ্যান ইনক,
শ্রী সুজিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রী গৌতম কয়াল–এর অংশীদারী, অফিস ৫৪/১এ, সুরা ইস্ট রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ– ৭০০০১০
ও
৭/২, হরিমোহন রায় লেন, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ– ৭০০০১৫।

২) শ্রী সুজিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়,
মেঃ আর্টিজ্যান ইনক–এর অংশীদার, পিতা জয়দেব কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৫৪/১এ, সুরা ইস্ট রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ– ৭০০০১০
ও
৭/২, হরিমোহন রায় লেন, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ– ৭০০০১৫।
ও
নিবাস– ব্যানার্জিপাড়া, রাজবলহাট, জাঙ্গীপাড়া, হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ– ৭১২৪০৮।

৩) শ্রী গৌতম কয়াল,
পিতা রঞ্জন কয়াল, ৫৪/এ১, সুরা ইস্ট রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ– ৭০০০১০
ও
৭/২, হরিমোহন রায় লেন, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ– ৭০০০১৫।
ও
নিবাস– পূর্ব বিষ্ণুপুর, রমন্তানগর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ– ৭৪৩৩৯৫।

সমন

যেহেতু, ওএ ৪৬১/২০২২ মহামান্য প্রিসাইডিং অফিসার সমীপে **১৭.০১.২০২৩** তারিখে তালিকাভুক্ত হয়েছে।

যেহেতু এই মহামান্য ট্রাইবুনাল **₹৬৭৪৪৬৭৮.৮৪** বকেয়া অর্থাঙ্ক পুনরুদ্ধারের জন্য আপনার বিরুদ্ধে উক্ত অ্যাক্টের ১৯(৪) ধারাধীনে দায়ের করা আবেদন (ও এ)–এর পরিপ্রেক্ষিতে সমন/ নোটিস জারি করছে (নথিপত্রের কপি সহ আবেদনটি এই নোটিস সংলগ্ন)।

উক্ত অ্যাক্টের ১৯ নং ধারার (৪) নং উপধারা অনুযায়ী বিবাদী পক্ষগণের প্রতি নিম্নলিখিত নির্দেশ জারি করা হচ্ছে:

১) এই সমনের পরিষেবা জারির তিরিশ দিনের মধ্যে নিষ্পত্তির আর্জি কেন মঞ্জুর করা হবে না, তার কারণ দর্শাতে হবে;

২) প্রকৃত আবেদনের ক্রম নং ৩এ–এর অধীনে আবেদনকারী দ্বারা নির্ধারিত সম্পত্তিসমূহ ও পরিসম্পদসমূহ বাদে অন্য সমস্ত সম্পত্তিসমূহ ও পরিসম্পদসমূহের বিবরণ ঘোষণা করতে হবে;

৩) শুনানি হতে চলা এবং সম্পত্তিসমূহ ক্রোকের আবেদন নিষ্পত্তির জন্য প্রকৃত আবেদনের ক্রম নং ৩এ–এর অধীনে ঘোষিত জামিনযুক্ত পরিসম্পদসমূহ বা এই ধরনের পরিসম্পদসমূহ ও সম্পত্তিসমূহ নিয়ে কোনও প্রকার লেনদেন বা এগুলি বিক্রি করে দেওয়া থেকে আপনাকে বিরত থাকতে বলা হচ্ছে;

৪) এই ট্রাইবুনালের আগাম অনুমোদন ছাড়া প্রকৃত আবেদনের ক্রম নং ৩এ–এর অধীন ঘোষণা অনুযায়ী যে পরিসম্পদগুলির ওপর জামিনস্বার্থ তৈরি করা হয়েছিল এবং/বা নির্ধারিত/ঘোষিত জামিনযুক্ত পরিসম্পদসমূহ বা সম্পত্তিসমূহ আপনি বিক্রি, লিজ বা অন্য কোনও উপায়ে (স্বাভাবিক ব্যবসায়িক পদ্ধতি বাদে) হস্তান্তর করতে পারবেন না;

৫) স্বাভাবিক ব্যবসায়িক পদ্ধতিতে এই জামিনযুক্ত পরিসম্পদসমূহ বা অন্যান্য পরিসম্পদসমূহ ও সম্পত্তিসমূহ বিক্রি করে প্রাপ্ত বিক্রয়মূল্যের হিসাব দিতে এবং এই সকল পরিসম্পদগুলির ওপর জামিনস্বার্থ ধারক এই ব্যাঙ্ক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিতে রক্ষণাবেক্ষণকৃত নির্ধারিত অ্যাকাউন্টে এই বিক্রয়মূল্য জমা দিতে আপনি দায়বদ্ধ থাকবেন।

এর পাশাপাশি আপনাকে আরও নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে যাতে আপনি আপনার লিখিত বিবৃতি সমেত (যার একটি কপি আবেদনকারীর কাছেও জমা দিতে হবে) **রেজিস্ট্রারের সামনে ১১.১২.২০২৩ তারিখ বেলা ১০.৩০টার** সময় হাজির থাকবেন যার অন্যথা হলে আপনার অনুপস্থিতিতেই এই আবেদনের শুনানি এবং রায়দান করা হবে।

আজ ১১.০৯.২০২৩ তারিখে নীচে ট্রাইবুনালের সিলমোহর দিয়ে আমি স্বাক্ষর করলাম।

স্বাঃ–
রেজিস্ট্রার
ডেটস রিকভারি ট্রাইবুনাল ১,
কলকাতা

আজ সিউড়িতে মুখ্যমন্ত্রীর প্রশাসনিক সভা

অনুপম বন্দ্যোপাধ্যায়

সিউড়ি, ১৭ ফেব্রুয়ারি

আজ সিউড়িতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির প্রশাসনিক সভা। মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা বলেন, 'জেলায় প্রশাসনিক সভার স্থান মুখ্যমন্ত্রী নিজেই ঠিক করেন। এবার তিনি সিউড়িতে প্রশাসনিক সভা করতে চেয়েছেন। রবিবার সিউড়ির চাঁদমারি ময়দানে সভা হবে।' মুখ্যমন্ত্রীর এই সরকারি সভাকে ঘিরে সিউড়িতে সাজসাজ রব। মুখ্যমন্ত্রীর ছবি–সহ বড় বড় তোরণ, হোর্ডিং, ফেস্টুনে সেজে উঠেছে জেলা সদর। জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের কোর কমিটির নেতা বিকাশ রায়চৌধুরি জানান, সিউড়িতে মুখ্যমন্ত্রীর সভায় অন্তত ১ লক্ষ মানুষের সমাবেশ হবে। জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, এই সভা থেকে জেলার বেশকিছু উন্নয়নমূলক কাজের উদ্বোধন ও শিল্যানাস করবেন মুখ্যমন্ত্রী। এ ছাড়া রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা প্রদানও করবেন। দেউচা–পাঁচামি কয়লাখনি প্রকল্পের জমিদাতাদের পরিবারের মনোনীত সদস্যের সরকারি চাকরির নিয়োগপত্র তুলে দেবেন।

সোনামুখীতে হাতির তাণ্ডব ভাঙল ঘর, ফসলের ক্ষতি

আলোক সেন

বাঁকুড়া, ১৭ ফেব্রুয়ারি

সোনামুখী রেঞ্জের রাধানগর বিটের পাথরমোড়া গ্রামে শুক্রবার গভীর রাতে আচমকা হামলা চালায় চারটি জংলি হাতি। এদের মধ্যে একটি ছিল দাঁতাল। তখন গ্রামবাসীরা ছিল গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। হাতিগুলি খাবারের লোভে একের পর এক বাড়ি ভাঙতে শুরু করে। হাতির চিৎকার এবং বাড়ি ভাঙার শব্দে ঘুম ভেঙে যায় গ্রামবাসীদের। মোট চারটি বাড়ির আংশিক ক্ষতি হয়। অধিকাংশ ঘরগুলি ছিল ইটের দেওয়াল এবং টিনের ছাদন। গ্রামবাসীরা ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ায়, তাঁরা কেউ আহত হননি। গ্রামে ঢোকার আগে হাতিগুলি হানা দেয় ওই গ্রামের আলুখেতে। হাতিগুলি ছোট ছোট কিছু আলু গাছ উপড়ে খায়, পায়ে মাড়িয়ে আলু খেতের ক্ষতি করে। খবর পেয়ে বন দপ্তরের কর্মীরা সেখানে গেলে গ্রামবাসীরা বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। সোনামুখীর রেঞ্জ অফিসার অসিতেশ শতপথি জানান, গ্রামবাসীদের তাড়া খেয়ে হাতি চারটি পাশের নারায়ণপুরের জঙ্গলে ঢুকে যায়। তিনি আরও জানান, সোনামুখী রেঞ্জে এদিন মোট ১১টি হাতি রয়েছে।

কেনরা बैंक Canara Bank
Syndicate

স্বত্ব দলিল হারানো

এতদ্বারা সকলপক্ষকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা যাচ্ছে যে, কম বেশি ২ কাঠা ১০ ছটাক মৌরসি মোকারারি জমির সমগ্র এবং অবিচ্ছেদ্য অংশের উপর নির্মিত চারতলা বিল্ডিংয়ের দ্বিতীয় তলে, ফ্ল্যাট নং ১বি, মাপ ৭৩৫ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সহ জমির ১/৮ অবিভাজ্য অংশ সম্পত্তি যার ঠিকানা কেএমসি প্রেমিসেস নং ১৪০এ/৪, নেতাজি সুভাষ চন্দ্র রোড, থানা যাদবপুর, কলকাতা–৭০০০৯২, ওয়ার্ড নং ৯৮ (বর্তমানে ৯৫) এসআর আলিপুরের অধীন, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, যার মূল রেজিস্টার্ড বিক্রয় দলিল নং I–৯৮৩/২০০৬ তারিখ ১৮.০১.২০০৫ এআরএ–১, কলকাতা যা **কানাড়া ব্যাঙ্ক, টালিগঞ্জ ব্রাঞ্চ (পূর্বতন সিন্ডিকেট ব্যাঙ্ক টালিগঞ্জ ব্রাঞ্চ)** বন্ধকী সুরক্ষার জন্য রক্ষিত ছিল এবং ব্যাঙ্ক থেকে বন্ধকের মাধ্যমে **গৌর কৃষ্ণ বসুমল্লিক,** পিতা অমর বসুমল্লিক, **২১/এ, রাধানাথ বোস লেন, কলকাতা–৭০০০০৬ (পঃবঃ) কানাড়া ব্যাঙ্ক, টালিগঞ্জ ব্রাঞ্চ, কলকাতা (পূর্বতন সিন্ডিকেট ব্যাঙ্ক টালিগঞ্জ ব্রাঞ্চ)** থেকে গৃহ ঋণ নিয়েছিলেন এবং ব্যাঙ্ক থেকে হারিয়ে গিয়েছে অথবা স্থানান্তরিত হয়েছে এবং অনেক অনুসন্ধানের পরও খুঁজে পাওয়া যায়নি। এই ব্যাপারে ১৬.০২.২০২৪ তারিখে অনলাইনে একটি মিসিং ডায়েরি করা হয়েছে। যদি কোনও ব্যক্তি মূল স্বত্ব দলিল পেয়ে থাকলে তাঁকে উক্ত দলিল নিয়েচ কোনও কারবার করতে নিষেধ করা হচ্ছে এবং নিম্নস্বাক্ষরকারীর কাছে তা জমা দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে। উক্ত সম্পত্তিতে কারও কোনও দাবি থাকলে, এই নোটিফিকেশন প্রকাশের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে অভিযোগ জমা দিন।

ধন্যবাদান্তে

তারিখ: ১৭.০২.২০২৪

ব্রাঞ্চ–ইন–চার্জ,
কানাড়া ব্যাঙ্ক, টালিগঞ্জ ব্রাঞ্চ

কেনরা बैंक Canara Bank
Syndicate

স্বত্ব দলিল হারানো

এতদ্বারা সকলপক্ষকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা যাচ্ছে যে, ৫ ১/২ ডেসিমেল বাস্তু জমির সমগ্র এবং অবিচ্ছেদ্য অংশ সহ দোতলা আবাসিক বাড়ি, একতলের মাপ কম বেশি প্রায় ৬৭২ বর্গফুট এবং দ্বিতলের মাপ প্রায় ৬৭২ বর্গফুট যথা মোট কম বেশি ১৩৪৪ বর্গফুট সম্পত্তি যার ঠিকানা মৌজা–পশ্চিম ইছাপুর, জে এল নং ২৯, রে সা নং ২০২, আর এস খতিয়ান নং ২৯৩, এল আর খতিয়ান নং ৫৭৫, আর এস দাগ নং ১৩৫৮ এবং এল আর নং ১৬৮৭, হোল্ডিং নং ৪১, দেশপ্রিয় রোড, থানা বারাসত, বর্তমানে বারাসত মিউনিসিপ্যালিটির অধীন, ওয়ার্ড নং ২৮, কলকাতা–৭০০১২৬, এডিএসআর বারাসতের অধিক্ষেত্রাধীন, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, যার মূল রেজিস্টার্ড দান দলিল নং I–৮৫৬/২০০২ তারিখ ০১.০২.২০০২ ডিএসআর ২ বারাসত, উত্তর ২৪ পরগনা নেতাই চৌধুরির তরফে যা **কানাড়া ব্যাঙ্ক, মানিকতলা ব্রাঞ্চ, কলকাতা (পূর্বতন সিন্ডিকেট ব্যাঙ্ক মানিকতলা ব্রাঞ্চ)** বন্ধকী সুরক্ষার জন্য রক্ষিত ছিল এবং ব্যাঙ্ক থেকে বন্ধকের মাধ্যমে **মেসার্স লোকনাথ অফসেট প্রিন্টিং হাউজ (স্বত্বাধিকারী বকুল চৌধুরি,** স্বামী নিতাই চৌধুরি) **৪১, দেশপ্রিয় রোড, নন্দন কানন, পোঃ: নবপল্লী, কলকাতা–৭০০১২৬, পশ্চিমবঙ্গ যার কারবারের এলাকা ১০, রাজা কালীকৃষ্ণ লেন, কলকাতা–৭০০০০৫ (পঃবঃ)** এবং এছাড়াও ৪১, দেশপ্রিয় রোড, নন্দন কানন, পোঃ নবপল্লী, কলকাতা–৭০০১২৬, পশ্চিমবঙ্গ **কানাড়া ব্যাঙ্ক, মানিকতলা ব্রাঞ্চ, কলকাতা (পূর্বতন সিন্ডিকেট ব্যাঙ্ক, মানিকতলা, কলকাতা ব্রাঞ্চ)** থেকে কারবার লোন নিয়েছিলেন এবং ব্যাঙ্ক থেকে হারিয়ে গিয়েছে অথবা স্থানান্তরিত হয়েছে এবং অনেক অনুসন্ধানের পরও খুঁজে পাওয়া যায়নি। এই ব্যাপারে ১৬.০২.২০২৪ তারিখে বড়তলা থানায় অভিযোগ জানানো হয়েছে যার জিডিই নং ১৩৫১। যদি কোনও ব্যক্তি মূল স্বত্ব দলিল পেয়ে থাকলে তাঁকে উক্ত দলিল নিয়েচ কোনও কারবার করতে নিষেধ করা হচ্ছে এবং নিম্নস্বাক্ষরকারীর কাছে তা জমা দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে। উক্ত সম্পত্তিতে কারও কোনও দাবি থাকলে, এই নোটিফিকেশন প্রকাশের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে অভিযোগ জমা দিন।

ধন্যবাদান্তে

তারিখ: ১৭.০২.২০২৪

ব্রাঞ্চ–ইন–চার্জ,
কানাড়া ব্যাঙ্ক, মানিকতলা ব্রাঞ্চ

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

পশ্চিমবঙ্গের বিষ্ণুপুর, রঘুনাথপুর, দিঘা শেহারাবাজার এবং বর্ধমানে নতুন ব্রাঞ্চের জন্য প্রেমিসেস আবশ্যক

ব্যাঙ্ক অফ বরোদা নিম্নলিখিত এলাকায় যথেষ্ট বিদ্যুতের সরবরাহ–সহ যাবতীয় সুবিধাযুক্ত অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গ্রাউন্ড ফ্লোরে অনসাইট এটিএম স্পেস সহ কার্পেট এরিয়ার প্রস্তাবিত প্রেমিসেসের পরিষ্কার ও বিপণনযোগ্য স্বত্বধারক ভূস্বামী/ পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি হোল্ডার/ বিল্ডার/ ডেভেলপারদের থেকে দুই বিড সিস্টেমে প্রস্তাব আমন্ত্রণ করছে।

ক্রম নং	কেন্দ্র	জেলা	এরিয়া
১.	শেহারাবাজার	পূর্ব বর্ধমান	১০০০–১৫০০ বর্গফুট
২.	বিষ্ণুপুর	বাঁকুড়া	১১০০–১৬৫০ বর্গফুট
৩.	রঘুনাথপুর	পুরুলিয়া	১১০০–১৬০০ বর্গফুট
৪.	দিঘা	পূর্ব মেদিনীপুর	১০০০–১৫০০ বর্গফুট
৫.	বর্ধমান, পরিবারহাটা থেকে পুলিশ লাইনের মধ্যেপূর্ব	বর্ধমান	১৫০০–১৮০০ বর্গফুট

দুই বিড সিস্টেমের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে দুটি খামে ভরে মুখবন্ধ অবস্থায় প্রস্তাব জমা দিতে হবে অর্থাৎ, **'টেকনিক্যাল বিড' (টিবি) চিহ্নিত খাম নং (১)**–এর মধ্যে বিশদ ঠিকানা সহ প্রেমিসেসের অবস্থান, স্কেল অনুযায়ী অঙ্কিত প্ল্যান, সঙ্গে কমপ্লিশন/অকুপেশন সার্টিফিকেট, গ্রহণযোগ্য প্রতিটি অংশের কার্পেট এরিয়া, আভ্যন্তরীণ ফিনিশের স্পেসিফিকেশন, আনুষঙ্গিক সুযোগ–সুবিধা, কার পার্কিং, ভি–স্যাট সুবিধা ও এমপিএলএস–এর জন্য স্পেস, রেলওয়ে স্টেশন থেকে দূরত্ব ইত্যাদির মতো টেকনিক্যাল তথ্যাবলি দিতে হবে। 'টেকনিক্যাল বিড' খামে অর্থমূল্য সম্পর্কিত কোনও সঙ্কেত দেওয়া চলবে না। (বিশদে জানতে আমাদের ওয়েবসাইট www.bankofbaroda.com–এর 'টেন্ডার' সেকশন দেখুন)। **'ফিনান্সিয়াল বিড' (এফবি) চিহ্নিত খাম নং (২)**–এর মধ্যে কঠোরভাবে কেবলমাত্র আর্থিক তথ্য অর্থাৎ, প্রতি বর্গমিটার/বর্গফুট কার্পেট এরিয়া পিছু ভাড়া/মূল্য, মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স এবং ইজারা বাবদ খরচের বিশদ তথ্য, কার্পেট এরিয়া (আইএস কোড ৩৮৬১–২০০২ অনুযায়ী), যার মধ্যে সিঁড়ি, করিডোর ও প্যাসেজ, পর্চ, শ্যাফট ও লিফটের মেশিন রুম, এয়ার কন্ডিশনিং ডাক্ট, লফ্ট, বিল্ট ইন ওয়ার্ডরোব ও শেলফ, আভ্যন্তরীণ থাম/কলাম, পার্টিশন ও দেওয়াল এবং অন্যান্য বাধা, বারান্দা, ব্যালকনি, বাথরুম ও ল্যাভাটোরি ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করা থাকতে হবে। (বিশদে জানতে আমাদের ওয়েবসাইট www.bankofbaroda.com–এর 'টেন্ডার' সেকশন দেখুন এবং এখান থেকে টিবি ও এফবি ডাউনলোড করে নিন)। দরপ্রস্তাব জমার শেষ তারিখ থেকে কমপক্ষে ১২০ দিনের জন্য এই প্রস্তাব বৈধ থাকতে হবে। কোনও ব্রোকারেজ দেওয়া হবে না। যথাক্রমে **টিবি** ও **এফবি** চিহ্নিত মুখবন্ধ খাম দুটির প্রতিটির ওপর বিজ্ঞাপনের রেফারেন্স নম্বর ও আবেদনকারীর নাম, ঠিকানা লিখে দুটি খাম একটি বড় খামে ভরে মুখ বন্ধ করে এই বিজ্ঞাপন প্রকাশের তারিখ থেকে ২১ দিনের মধ্যে এই ঠিকানায় জমা দিতে হবে: **অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার, ব্যাঙ্ক অফ বরোদা, বর্ধমান রিজিয়ন, তৃতীয় তল, ৫৪, জি টি রোড, ভাঙাকুঠি, জেলা বর্ধমান, পিন–৭১৩১০১।** টেকনিক্যাল বিড ১১ মার্চ, ২০২৪ বিকাল ৪:০০টায় খোলা হবে। এই প্রক্রিয়া সম্পর্কিত বিষয়ে যে কোনও সময় ব্যাঙ্কের তরফে গৃহীত যে কোনও সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত ও নির্ণায়ক হিসেবে বিবেচিত হবে এবং এবিষয়ে কোনও মহলের কোনও প্রকার দাবি বা বিতর্ক গ্রাহ্য করা হবে না।

স্থান: বর্ধমান
তারিখ: ১৮.০২.২০২৪

অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার
বর্ধমান রিজিয়ন

কেশবপুর গ্রামে গিয়ে কথা বলছেন জেলাশাসক খুরশেদ আলি কাদরি। ছবি: প্রতিবেদক

মুখ্যমন্ত্রী ১০০ দিনের টাকা দেবেন

আদিবাসী-অধ্যুষিত গ্রামে গিয়ে আশ্বাস দিলেন জেলাশাসক

বুদ্ধদেব দাস

কেশবপুর , ১৭ ফেব্রুয়ারি

একশো দিনের কাজ করেছেন ২০২১ সালে। বকেয়া ৩৩৪৫ টাকা এখনও পর্যন্ত পাননি চিন্তামণি হাঁসদা। টুলি সরেন ১৪ দিনের কাজের টাকা পাননি। একই ভাবে আদিবাসী–অধ্যুষিত মেদিনীপুর সদর ব্লকের কেশবপুর গ্রামের বেশ কয়েকজন কেন্দ্রীয় প্রকল্পের কাজ করেও দীর্ঘদিন ধরে টাকা পাননি। একশো দিনের কাজের বকেয়া টাকা মেটাবে রাজ্য সরকার। মুখ্যমন্ত্রীর এই ঘোষণায় হাসি ফুটেছে কেশবপুর, হরিশপুরের গরিব মানুষের মুখে।

শনিবার দুপুরে বকেয়া টাকা প্রাপকের তালিকা ধরে তাঁদের বাড়ি যান পশ্চিম মেদিনীপুরের জেলাশাসক খুরশেদ আলি কাদরি। সঙ্গে ছিলেন পাঁচখুরি–২ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান রবিউল সর্দার, মহকুমা শাসক, জেলাশাসক। গ্রামবাসীদের কাছে জানতে চান, তাঁরা কতদিন কাজ করেছেন, কতদিনের বকেয়া টাকা তাঁরা পাবেন? তাঁদের আধার কার্ড, জব কার্ডও দেখতে চান। তাঁরা সব জানান। জেলাশাসক নোট করে নেন। এরপর তাঁদের আশ্বস্ত করে বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি আপনাদের বকেয়া টাকা মিটিয়ে দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন। ১ মার্চ থেকেই উপভোক্তাদের নির্দিষ্ট ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা ঢুকতে শুরু করবে।' এই কথা শুনে জেলাশাসক ও মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান চিন্তামণি, টুলি, বাসন্তীরা।

পঞ্চায়েত প্রধান রবিউল সর্দার জানান, গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ৫১৯ জন জবকার্ডধারীর টাকা ২০২১–২২ অর্থবর্ষ থেকে বকেয়া হয়ে আছে। এর পরিমাণ ১২ লক্ষ ৩৭ হাজার টাকা। মুখ্যমন্ত্রী বারবার অনুরোধ জানানো সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় সরকার বাংলাকে জব্দ করতে, গরিব মানুষের টাকা অন্যায় ভাবে আটকে রেখেছে। মুখ্যমন্ত্রী প্রান্তিক মানুষের কথা ভেবে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকেই বকেয়া টাকা মেটানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এই জন্যে তাঁকে ধন্যবাদ। জেলাশাসক খুরশেদ আলি কাদরি জানান, যেসব উপভোক্তাদের একশো দিনের কাজের টাকা বাকি আছে তাঁদের সবকিছু ঠিকঠাক আছে কিনা সেসব খতিয়ে দেখার কাজ চলছে। ১ মার্চ থেকে তাঁরা টাকা পাবেন।

ট্রেনে কাটা পড়ে মৃত্যু

শনিবার সকালে মেদিনীপুর স্টেশনের ২ নং প্ল্যাটফর্মে দাঁড়ানো আপ খড়্গপুর–আসানসোল প্যাসেঞ্জার ট্রেনে স্ত্রীকে বসিয়ে নামার সময় অসাবধানতাবশত ট্রেনের তলায় পড়ে যান। তখনই ট্রেন চলা শুরু করে দেওয়ায় মারা যান রথীন্দ্রনাথ রায় (৬২)। তিনি খড়্গপুর গ্রামীণের তৃণমূল বিধায়ক দীনেন রায়ের ভাই। চলন্ত ট্রেন থেকে নামতে যান তাঁর স্ত্রী সিন্ধা রায়। অন্য যাত্রীরা তাঁকে সামলে নেন। পরে চেন টেনে ট্রেন থামানো হয়।

FEDERAL BANK
YOUR PERFECT BANKING PARTNER
Kolkata Regional Office

অবনি সিগনেচার, ৯১এ/১ পার্ক স্ট্রিট, কলকাতা, পঃবঃ ৭০০০১৬

প্রকাশ্য বিজ্ঞপ্তি, স্বর্ণ নিলাম

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা যাচ্ছে যে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ বন্ধকী সামগ্রীগুলি ছাড়াতে ব্যর্থ হওয়ায়/লোন অ্যাকাউন্টগুলি নিয়মিত করতে ব্যর্থ হওয়ায় ১৮ ফেব্রুয়ারি, থেকে ২৩ ফেব্রুয়ারি অথবা অন্য কোনও দিনে ব্রাঞ্চে নিম্নে উল্লিখিত অ্যাকাউন্টগুলির স্বর্ণালঙ্কারগুলি ফেডারেল ব্যাঙ্ক লিঃ দ্বারা ব্যক্তিগত বিক্রয় করা হবে। পুনরায় তথ্যের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্রাঞ্চে যোগাযোগ করা যেতে পারে।

ব্রাঞ্চের নাম	লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর
কলকাতা/ভবানীপুর	১৩০৪৬৮০০০০৮২৫০
কলকাতা/ভবানীপুর	১৩০৪৬৮০০০০৬৭৩৪
কলকাতা/ভবানীপুর	১৩০৪৬৮০০০০৮৪১৭
কলকাতা/ভবানীপুর	১৩০৪৬৮০০০০৮৭৫৫
কলকাতা/ভবানীপুর	১৩০৪৬৮০০০০৮৫২৪
কলকাতা/বড়বাজার	১১৫৭৬৪০০০০২১৫৬
কলকাতা/বড়বাজার	১১৫৭৬৪০০০০২২৫৫
কলকাতা/বড়বাজার	১১০৩৬৮০০০০২২৪৯
কলকাতা/বড়বাজার	১১৫৭৬৪০০০০১৬৮৭
রাজারহাট/ভাতেন্ডা	২৩০৪৬৪০০০০১৬২৭১
কলকাতা/ভিআইপি রোড	১৯৮৫৬৮০০০১০০৭০
কলকাতা/ভিআইপি রোড	১৯৮৫৬৮০০০১৩৭৪৪
কলকাতা/ভিআইপি রোড	১৯৮৫৬৮০০০১৫৭৮০
কলকাতা/ভিআইপি রোড	১৯৮৫৬৮০০০১১৪৬৬
কলকাতা/ভিআইপি রোড	১৯৮৫৬৮০০০১১৮৭০
কলকাতা/ভিআইপি রোড	১৯৮৫৬৮০০০১২৪৩১
গড়িয়া	১৬০৭৬৮০০০০০৮৩০
গড়িয়া	১৬০৭৬৮০০০০০৬৮১
গড়িয়া	১৬০৭৬৪০০০০১০২২
গড়িয়া	১৬০৭৬৮০০০০০৪৮৩
কলকাতা/পার্ক সার্কাস	১৫১৪৬৪০০০০২৯৬৪
কলকাতা/বেহালা	১৩১৪৬৪০০০১১৫৩৮
কলকাতা/বেহালা	১৩১৪৬৪০০০১১৫৫৩
কলকাতা/বেহালা	১৩১৪৬৪০০০১১৭৮৫
কলকাতা/বেহালা	১৩১৪৬৪০০০১১৫৯৫
কলকাতা/বেহালা	১৩১৪৬৮০০০০৪৯৫০
কলকাতা/বেহালা	১৩১৪৬৮০০০০৫৩৭৯
কলকাতা/বেহালা	১৩১৪৬৮০০০০৫৪৭৮
কলকাতা/বেহালা	১৩১৪৬৮০০০০৫৪৫২
কলকাতা/বেহালা	১৩১৪৬৪০০০১১৭৭৭
কলকাতা/বেহালা	১৩১৪৬৪০০০১১৭৩৬
কলকাতা/বেহালা	১৩১৪৬৪০০০১২৯৫৭
কলকাতা/রবীন্দ্র সরণি	১৬২৩৬৪০০০১৩৫২২
কলকাতা/রবীন্দ্র সরণি	১৬২৩৬৪০০০১৩৭০৪
কলকাতা/রবীন্দ্র সরণি	১৬২৩৬৪০০০১৩৬৭০
কলকাতা/রবীন্দ্র সরণি	১৬২৩৬৪০০০১৩৪৬৪
কলকাতা/রবীন্দ্র সরণি	১৬২৩৬৪০০০১৩৪৭২
কলকাতা/রবীন্দ্র সরণি	১৬২৩৬৪০০০১২৬১৫
কলকাতা/রবীন্দ্র সরণি	১৬২৩৬৪০০০১৩৭৮৭
কলকাতা/রবীন্দ্র সরণি	১৬২৩৬৪০০০১৩৭৭৯

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ১৮.০২.২০২৪

স্বাঃ
অনুমোদিত আধিকারিক
ফেডারাল ব্যাঙ্ক লিঃ–এর পক্ষে

অস্ত্র হাতে পড়ুয়াদের ভয়, গ্রেপ্তার শিক্ষক

প্রভাত সরকার

ফারাক্কা, ১৭ ফেব্রুয়ারি

সামশেরগঞ্জ

প্রধান শিক্ষক রঘুপতি সর্দার। ছবি: প্রতিবেদক

ক্লাসরুমে গিয়ে অস্ত্র দেখিয়ে ছাত্রছাত্রীদের ভয়ভীতি দেখানো ও বিভিন্নভাবে হেনস্থা করার অভিযোগ উঠল প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জের ৪৬ নং শেরপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। শনিবার দুপুরে স্কুলপ্রাঙ্গণে ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। স্কুলের প্রধান শিক্ষক রঘুপতি সর্দারের বিরুদ্ধে দফায় দফায় স্লোগান ও বিক্ষোভ দেখান অভিভাবকেরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছন সামশেরগঞ্জ থানার পুলিশ। অভিযুক্ত প্রধান শিক্ষককে পুলিশ উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যাই। অভিভাবকদের অভিযোগ, বেশ কিছুদিন ধরেই স্কুলে এসে অস্বাভাবিক আচরণ করছেন সামশেরগঞ্জের ৪৬ নং শেরপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রঘুপতি সর্দার। মদ্যপান করেন বলেও অভিযোগ। এই বিষয়টি নিয়ে এর আগেও একধিক বার বিক্ষোভ হয় স্কুল প্রাঙ্গণে।

শনিবার স্কুল এসে হঠাৎ করে চাকু–সহ বিভিন্ন অস্ত্র দেখে ছাত্রছাত্রীদের ভীতি প্রদর্শন শুরু করেন প্রধান শিক্ষক। তাতেই কার্যত আতঙ্কিত হয়ে ওঠেন ছাত্রছাত্রীরা। বিষয়টি জানাজানি হতেই স্কুলে জমায়েত হতে শুরু করেন আশপাশের অভিভাবকেরা। তারপরেই স্কুলের প্রধান শিক্ষককে ঘিরে শুরু হয় বিক্ষোভ। ভয়ে দরজা বন্ধ করে ঘরের ভিতরে লুকিয়ে পড়েন প্রধান শিক্ষক। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে তড়িঘড়ি ছুটে আসেন সামশেরগঞ্জ থানার পুলিশ। তারপরেই ওই শিক্ষককে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয়। অবিলম্বে ওই শিক্ষককে বরখাস্ত করার দাবিতে এবং বদলি করার দাবিতে সরব হয়েছেন অভিভাবক এবং ছাত্রছাত্রীরা।

সামশেরগঞ্জ অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক হোসনেয়ারা খাতুন জানান, বেশ কিছুদিন আগেই প্রধান শিক্ষকের বিভিন্ন রকম অসংলগ্ন আচরণের বিষয়টি সহকারী শিক্ষকেরা আমাকে জানিয়েছিলেন। তারপর আমি গত ১২ তারিখ ভিজিট করে ওই প্রধান শিক্ষককে সতর্কবাণী করেছিলাম এবং ১৬ ফেব্রুয়ারি ওই প্রধান শিক্ষককে লিখিতভাবে সতর্ক করা হয়। হঠাৎ তিনি কেন এমন করলেন তা স্পষ্ট নয়। মানসিক ভারসাম্যহীন কিনা তাও স্পষ্ট নয়।

উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীকে নিগ্রহ

নিগ্রহের শিকার মুদ্দাস্‌সির শেখ নামে এক উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। নাদনঘাট থানার ডাঙাপাড়া এলাকার বাসিন্দা মুদ্দাস্‌সিরকে এলাকারই কয়েকজন যুবক মারধর করে। জখম মুদ্দাস্‌সিরকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর কালনা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। আক্রান্তের বাবা আজিমুদ্দিন শেখ বলেন, 'মাসখানেক আগে ছেলের এক বান্ধবীকে কটূক্তি করা নিয়ে অশান্তির সূত্রপাত। তার ভিত্তিতেই মারধর করেছে বলে মনে হচ্ছে। পুলিশকে ঘটনার কথা জানিয়েছি। জানি না, ছেলেটা পরীক্ষায় বসতে পারবে কিনা!' পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

জোড়া ট্রেন কাটোয়া শাখায়

বাড়তি এক জোড়া ট্রেন পেল কাটোয়া–আমোদপুর শাখা। রবিবার থেকে এই ট্রেনটি চলবে। সকাল ১০টা ৫০ মিনিটে ট্রেনটি ছেড়ে সাড়ে ১২টায় আমোদপুর পৌঁছবে। আমোদপুর থেকে ১২টা ৫০ মিনিটে ছেড়ে দুপুর ২টো ২০ মিনিটে কাটোয়া পৌঁছবে। বাড়তি ট্রেন মেলার খবরে খুশি এই রেলপথ লাগোয়া এলাকার মানুষজন। তবে এলাকার মানুষজনের দাবি, রোজ সকালে রামপুরহাট থেকে কাটোয়া হয়ে হাওড়া পর্যন্ত আর সন্ধ্যায় হাওড়া থেকে একই পথে একটি ফেরার ট্রেন চালু করুক রেল।

কেন্দ্রের বঞ্চনা ক্যাম্প করে প্রচার করবে তৃণমূল

চন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

কাটোয়া, ১৭ ফেব্রুয়ারি

কথা থাকলেও টাকা দেয়নি কেন্দ্র। ১০০ দিনের কর্মসংস্থান ও আবাস যোজনা প্রকল্পে। বঞ্চিত হতদরিদ্রদের পাশে দাঁড়িয়ে দুই প্রকল্পের টাকা মিটিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। এর জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন আর কেন্দ্রের বঞ্চনার বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে পূর্ব বর্ধমান জেলার সমস্ত পঞ্চায়েত কার্যালয়ের পাশে ক্যাম্প করবে তৃণমূল। দলের জেলা সভাপতি রবীন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি জানান, রবিবার থেকে টানা ৭ দিনের ক্যাম্পে দলের নেতা-কর্মীদের পাশাপাশি ওই দুই প্রকল্পের উপভোক্তারা কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সরব হবেন।

প্রতিটি ক্যাম্পে সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত এলাকার ১০০ দিনের শ্রমিকরা একটি ফর্ম পূরণ করবেন। তাতে নাম–ঠিকানা সহ প্রকল্পের কাজের বিষয়ে বিভিন্ন তথ্য পূরণ করবেন। এমনিতে প্রশাসনিক স্তরে বঞ্চিত শ্রমিকদের তথ্য সংগ্রহের কাজ চলছে। পাশাপাশি তৃণমূলের দলীয় স্তরে এই কাজটি করার লক্ষ্য সম্পর্কে তৃণমূল নেতৃত্বের বক্তব্য, বকেয়া মজুরি পাওয়া থেকে যেন একজনও বাদ না পড়েন।

সেই সঙ্গে ক্যাম্পগুলি থেকে মমতার এবারের বাজেটে রাজ্যের 'শস্যগোলা' পূর্ব বর্ধমান কতখানি উপকৃত হয়েছে তার তথ্য–পরিসংখ্যানও তুলে ধরা হবে বলে জানালেন জেলা তৃণমূলের সম্পাদক দিগন্ত পাল। মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন, আলু চাষের জন্য কৃষকদের শস্যবিমা বহন করবে রাজ্য সরকার। বিমার কিস্তি মেটানোর জন্য ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দও করেছে রাজ্য। এতে গোটা রাজ্যের ২০ লক্ষ আলুচাষি উপকৃত হবেন। এতদিন আলু ও আখ বাদে সব ধরনের শস্যবিমা বহন করত রাজ্য সরকার। পূর্ব বর্ধমান জেলায় প্রায় ৭০ হাজার হেক্টর জমিতে আলুচাষ হয়। খরচ বিঘাপ্রতি ৩০ থেকে ৩৫ হাজার টাকা। কিন্তু প্রতি বছর রোগ আর প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে আলুচাষের দফারফা হয়। সেই বিষয়টি মাথায় রেখেই মমতা ব্যানার্জি আলুচাষিদের পাশে দাঁড়ালেন বলে মন্তব্য তৃণমূল নেতৃত্বের। পূর্ব বর্ধমানে শতকপিছু ২২ টাকা ৩৫ পয়সা বিমা ধার্য হয়েছে।

শুধু আলুচাষিদের পাশে দাঁড়ানোই নয়, কৃষিক্ষেত্রে আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহারের জন্য পঞ্চায়েত স্তরে দু'হাজার ফার্ম মেশিনারি হাব ও কাস্টম হায়ারিং সেন্টার গঠন করার কথা ঘোষিত হয়েছে বাজেটে। বরাদ্দের পরিমাণ ৪৫০ কোটি টাকা। এছাড়া বীজ ও ঋণ পেতে সহায়তা এবং কৃষিপণ্য বিপণনের জন্য আগামী তিন বছরে ১২০০ এফপিও বা ফার্মার্স প্রোডিউসার অর্গানাইজেশন তৈরির প্রস্তাব রাখা হয়েছে বাজেটে। এর জন্য ২০০ কোটি টাকার সংস্থান রাখা হয়েছে।

সমবায় নির্বাচনে প্রার্থী দিতে পারল না বিরোধীরা, জয়ী তৃণমূল

তুফান মণ্ডল

পুরশুড়া, ১৭ ফেব্রুয়ারি

পুরশুড়া

সমবায় সমিতির নির্বাচনে জয়জয়কার তৃণমূলের। ৪৪টি আসনের মধ্যে একটিতেও প্রার্থী দিতে পারল না বিজেপি–সহ কোন বিরোধী দল। ফলে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হল তৃণমূল কংগ্রেস। ঘটনাটি ঘটেছে পুরশুড়ার চিলাডাঙ্গি সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতিতে। জানা গেছে, এই সমিতির নির্বাচন ছিল আগামী ১৭ মার্চ। তার জন্য শনিবার ছিল এই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন। কিন্তু এদিন পর্যন্ত তৃণমূল কংগ্রেস ছাড়া ৪৪টি আসনে অন্য কোন দল বা তাদের সমর্থিত কেউ কোনও প্রার্থী দিতে পারেনি। এর ফলে সবকটি আসনেই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয় তৃণমূল। আর এরপরই তৃণমূলের পক্ষ থেকে এলাকায় বিজয় উৎসব পালন করা হয়। নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা প্রার্থীরা ছাড়াও কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে সবুজ আবিরে মেতে ওঠেন পুরশুড়া ব্লক তৃণমূল সভাপতি যশবন্ত ঘোষ, পুরশুড়া পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি খোকন মল্লিক–সহ অন্যান্য তৃণমূল নেতৃত্ব।

গত বিধানসভা নির্বাচনে এই পুরশুড়া বিধানসভা আসনটিতে জয়লাভ করেছিল বিজেপি। শুধু তাই নয় এই আসনে জয়ী বিধায়ক বিমান ঘোষ বিজেপির আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা সভাপতি পদে রয়েছেন। তারপরেও তারা এই সমবায় নির্বাচনে একটিতেও প্রার্থী দিতে পারেনি। এই প্রসঙ্গে তৃণমূল ব্লক সভাপতি যশবন্ত ঘোষ বলেন, 'সাধারণ মানুষকে পরিষেবা দিতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির নেতৃত্বে অসংখ্য প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। তাই মানুষ বিজেপিকে প্রত্যাখ্যান করেছে। যার ফলে এই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার মতো কোন প্রার্থী খুঁজে পায়নি বিজেপি। আগামী লোকসভা নির্বাচনেও এই এলাকায় বিজেপির যে ভরাডুবি ঘটবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। অন্যদিকে বিজেপির পুরশুড়া বিধানসভা কনভেনার পার্থ কুমার ঘোষ বলেন, 'সমস্ত বিরোধী দলকে অন্ধকারে রেখে এই সমবায় নির্বাচন করা হয়েছে। কবে কখন কিভাবে নির্বাচন হল বিরোধীরা তা জানতেই পারেনি। কারণ ওরা বোঝে মানুষ জানতে পারলে তৃণমূল একটা আসনও পাবে না। তাই ওরা গোপনে এই নির্বাচন প্রক্রিয়া করেছে।'

লরির ধাক্কায় মৃত বাবা ও ছেলে

বিজয়প্রকাশ দাস

বর্ধমান, ১৭ ফেব্রুয়ারি

নিজের জমির সবজি নিয়ে মোটরবাইকে চেপে হাটে যাওয়ার পথে বেপরোয়া লরির ধাক্কায় মৃত্যু হল বাবা ও ছেলের। মৃতদের নাম মিলন ভক্ত (৫৬) ও পিন্টু ভক্ত (২৭)। তাঁদের বাড়ি গুসকরার আলুটিয়ায়। দুজনেই সবজি বিক্রেতা। শনিবার ভাতারের গুসকরা–বলগোনা রাস্তার রামচন্দ্রপুর মোড়ে দুর্ঘটনাটি ঘটে। এদিকে, ভাতার থানার পুলিশ ঘাতক লরিটিকে আটক করেছে। তবে চালক পালিয়ে যায়।

এদিন সকালে গুসকরার আলুটিয়া গ্রামের বাসিন্দা মিলন ভক্ত ও পিন্টু ভক্ত একটি মোটরবাইকে চেপে ভাতার থানার মাহাতা গ্রামের হাটে সবজি বিক্রি করতে যাচ্ছিলেন। গুসকরা–বলগোনা রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় ভাতারের রামচন্দ্রপুরের কাছে একটি লরির সঙ্গে তাঁদের মোটরবাইকের মুখোমুখি সঙ্ঘর্ষ হওয়ায় ঘটনাস্থলেই মারাত্মক ভাবে জখম হন তাঁরা। স্থানীয় মানুষ দু'জনকেই উদ্ধার করে ভাতার হাসপাতালে নিয়ে গেলে, মিলনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসক। পিন্টুর শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে স্থানান্তরিত করার সময় তাঁর মৃত্যু হয়।

পিকআপ ভ্যানে পিষ্ট পুলিশকর্মী

আজকালের প্রতিবেদন

বহরমপুর, ১৭ ফেব্রুয়ারি

উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ডিউটি করতে যাওয়ার সময় পিকআপের ভ্যানের তলায় পিষ্ট হয়ে মৃত্যু হল এক পুলিশকর্মীর। মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন আরও এক পুলিশকর্মী। শনিবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে মুর্শিদাবাদের ইসলামপুর থানার ঈশাননগরে। মৃত পুলিশকর্মীর নাম সৌভিক সাউ (২৬)। আহত পুলিশকর্মী তপন দাস বহরমপুর মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি। থানার গোপীনাথপুর পুলিশ ক্যাম্পে থাকতেন সৌভিক, তপনরা। এদিন সকালে একটি বাইকে দু'জন উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ডিউটি করতে যাচ্ছিলেন। পথে বাইক থামিয়ে প্রাকৃতিক কাজ সারতে রাস্তার পাশে দাঁড়ানোর সময় একটি পিকআপ ভ্যান নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দু'জনকে পিষে দেয়। তড়িঘড়ি আহত দুই কনেস্টবলকে ইসলামপুর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও, সৌভিক ততক্ষণে মারা গেছেন। আর তপনের অবস্থা সঙ্কটজনক হওয়ায় বহরমপুরে মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি করা হয়। মৃত কনেস্টবল সৌভিকের বাড়ি হুগলির খানাকুলে। আহত তপনের বাড়ি উত্তর ২৪ পরগনার মছলন্দপুরে। মৃত ও আহত পুলিশকর্মীদের বাড়িতে খবর দেওয়া হয়েছে।